রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৭ সনের ২০ নং

# বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ১৮, ২০১৭

## সূচিপত্র


| | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| ১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ৩২১—৩৩৪ |
| ২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ৮৩১—৮৬৪ |
| ৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ১০৯—১১২ |
| ৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি। | নাই |
| ৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি। | নাই |
| ৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ৬৩৫—৬৫৯ |
| ৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ। | নাই |
| ৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ। | নাই |
| **ক্রোড়পত্র—সংখ্যা** | |
| (১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী। | নাই |
| (২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব। | নাই |
| (৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব। | নাই |
| (৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব। | নাই |
| (৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান। | নাই |
| (৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা। | নাই |


## ১ম খণ্ড

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

**আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়**
**আইন ও বিচার বিভাগ**
**বিচার শাখা-৭**

**আদেশাবলী**

তারিখ : ২৯ মার্চ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

**নং বিচার-৭/২এন-১৩/০৫-২৯৫**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ খাইরুল ইসলাম, পিতা-মৃত আহাম্মদ আলী, মাতা-নুরুন্নাহার বেগম, গ্রাম-ভলাকুট, ডাকঘর-ভলাকুট, উপজেলা-নাসিরনগর, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার ০২ নং ভলাকুট ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থাগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতিবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

**নং বিচার-৭/২এন-৮৭/০৪-৩০১**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ আব্দুল আজীজ, পিতা-মৃত নুরুদ্দীন, মাতা-মোছাঃ মেহেরুন নেছা, গ্রাম-রাধানগর মক্তবপাড়া, ডাকঘর-পাবনা, উপজেলা-পাবনা, জেলা-পাবনা।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পাবনা জেলার সদর পৌরসভার ১১নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থাগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতিবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

**জি, এম, নাজমুছ শাহাদাৎ**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

---

**আদেশ**

তারিখ : ০২ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিঃ

**নং বিচার-৭/২এন-৭০/৮৬(অংশ-১)**-৩০৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, পিতা-খোন্দকার আবুল মাসুদ, মাতা-মৃত সুফিয়া খাতুন, গ্রাম-বাহাদুর আলী বিশ্বাস ১ম লেন, আড়ুয়াপাড়া, ডাকঘর-মোহিনী বিলস-৭০০১, উপজেলা-কুষ্টিয়া সদর, জেলা-কুষ্টিয়া।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুষ্টিয়া জেলার সদর পৌরসভার ৯ ও ১০নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থাগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতিবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**জি, এম, নাজমুছ শাহাদাৎ**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

---

**বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়**
**বস্ত্র-১ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ১৬ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/৩০ মার্চ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

**নং ২৪.০০.০০০০.১১৫.২৮.০০৪.১৫-১৬৩**—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৪-০৭-২০১৬ তারিখের ০৫.১৬০.০২৮.০০.০০.০১০.২০১৪-১১২ নং স্মারক মোতাবেক প্রস্তাবিত বস্ত্র অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে নিম্নোক্ত পদসমূহের পদনাম নিম্নরূপভাবে পরিবর্তন করা হলো :

| ক্র:নং | বিদ্যমান পদের নাম | পরিবর্তিত পদের নাম |
|---|---|---|
| ০১. | ইন্সট্রাক্টর (ডিটিআই) | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (কারিগরি) |
| ০২. | ইন্সপেক্টর | পরিদর্শক (কারিগরি) |
| ০৩. | পরিদর্শক | পরিদর্শক (নন-কারিগরি) |
| ০৪. | (ক) এসিস্ট্যান্ট ইন্সট্রাক্টর<br>(খ) সহকারী ইন্সট্রাক্টর<br>(গ) সুপারভাইজার<br>(ঘ) সহকারী প্রশিক্ষক | এসিস্ট্যান্ট ইন্সট্রাক্টর |
| ০৫. | (ক) টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট<br>(খ) হেলপার<br>(গ) স্কিল অপারেটর | টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট |
| ০৬. | (ক) স্টোর কিপার<br>(খ) কেয়ারটেকার বনাম স্টোর কিপার | স্টোর কিপার |
| ০৭. | নৈশ প্রহরী/নৈশ প্রহরী কাম দারোয়ান | নিরাপত্তা প্রহরী |
| ০৮. | পাচক (কুক)/পাচক | বাবুর্চি |
| ০৯. | সহকারী পাচক | সহকারী বাবুর্চি |
| ১০. | গার্ডেনার/মালি বনাম ঝাড়ুদার | মালি |
| ১১. | ঝাড়ুদার/সুইপার | পরিচ্ছন্নতা কর্মী |

**শর্তাবলী ঃ**

(ক) প্রস্তাবিত বস্ত্র অধিদপ্তরের জন্য সম্মতি প্রদানকৃত নতুন পদসমূহ সংযোজন করে একটি নিয়োগবিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে। উক্ত নিয়োগবিধিমালাতে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত/বিলুপ্ত করতে হবে।

(খ) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের সহিত সংশ্লিষ্ট টেক্সটাইল ডিগ্রীধারী শিক্ষকদের (অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক) পদবীতে 'কারিগরি' শব্দের পরিবর্তে 'টেক্সটাইল' শব্দটি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে 'নন-কারিগরি' শব্দের পরিবর্তে 'অকারিগরি' শব্দটি সংযুক্ত করতে হবে।

(গ) টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট/টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনষ্টিটিউট এর পদের সহিত একইরূপ পদ না রেখে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চীফ ইন্সট্রাক্টর/ ইন্সট্রাক্টার (কারিগরি)/ইন্সট্রাক্টর (নন-কারিগরি) পদগুলো শূন্য হলে পর্যায়ক্রমে বিলুপ্ত করতে হবে।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**বেবী পারভীন**
উপসচিব।

---

**বাণিজ্য মন্ত্রণালয়**
**প্রশাসন-৬ অধিশাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ০২ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিঃ

**নং ২৬.০০.০০০০.০৯১.২৬.০০১.১১-৪৮**—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৩১-১০-২০১৬ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৬০.২৮.০৩৫.১৬-১৮২ নং স্মারক, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৯-০১-২০১৭

তারিখের ০৭.০০.০০০০.১২৯.০০.০০২.১৬.১৪ নং স্মারকের সম্মতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২৫-০৩-২০১৭ তারিখের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের টিওএন্ডই-তে ০১(এক) টি মোটর কার-এর পরিবর্তে ০১(এক) টি জীপ গাড়ী অন্তর্ভুক্তকরণে সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ আব্দুর রব**
উপসচিব।

---

**পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়**
**প্রশাসন শাখা-২**

**প্রজ্ঞাপনসমূহ**

তারিখ : ৩০ মার্চ ২০১৭ খ্রিঃ

**নং ২২.০০.০০০০.০৫২.২৭.০০৯.২০১৪-২৪৬**—জনাব মোঃ সামসুল কালাম ভূইয়া, ফরেস্ট রেঞ্জার, রাঙ্গামাটি অঞ্চলাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের কাপ্তাই রেঞ্জে গত ০১-০১-২০১২ থেকে ২৪-০৪-২০১২ পর্যন্ত রেঞ্জ কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনকালীন ১টি সিওআর মামলা, ১২ টি ইউডিআর মামলা ও ১ টি পিওআর মামলা দাখিল করতঃ ৮০.০০ ঘনফুট জ্বালানী, ৮০.০০ ঘনফুট বল্লী, ১৫২৪.৩৪ ঘনফুট কাঠ জব্দ করা সত্ত্বেও কোন আসামী ধৃত না করা, বনাঞ্চলে বনজ সম্পদ রক্ষায় নির্ধারিত টহল না দেয়া, নিয়মিত রোজনামচা না লেখা এবং পিওআর মামলা না করে ইউডিআর মামলা দায়েরের কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (এ) ও ৩ (বি) অনুসারে অদক্ষতা ও অসদাচরণ এর অভিযোগে বন অধিদপ্তরের বিভাগীয় মামলা নং ২৭ অব ২০১৪, তারিখ : ২০-০৭-২০১৪ রুজু করা হয়। তদ্‌প্রেক্ষিতে ফরেস্ট রেঞ্জার জনাব মোঃ সামসুল কালাম ভূইয়া তলবিত কৈফিয়তের জবাব ০৯-০২-২০১৪ তারিখ দাখিল করার পর তা সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বন অধিদপ্তরের অফিস আদেশ নং-১৭৪/পি, তারিখ : ০৮-০৩-২০১৫ মূলে সহকারী বন সংরক্ষক জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমানকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত করতঃ তার পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬১১.০৫.০০১.১৫.১২৩ তারিখ : ০৩-০৯-২০১৫ মূলে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তে অভিযুক্ত ফরেস্ট রেঞ্জারের বিরুদ্ধে আনীত অদক্ষতার অভিযোগ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কিন্তু অসদচারণ এর অভিযোগ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় বন অধিদপ্তরের অফিস আদেশ নং ৯৩৪/পি তারিখ ০৮-১২-২০১৫ মূলে অভিযুক্ত ফরেস্ট রেঞ্জার জনাব মোঃ সামসুল কালাম ভূইয়াকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৪ (২) (ই) মোতাবেক বেতনক্রমের ১ (এক) ধাপ নীচে নামিয়ে দেয়া হলে তিনি আপিল দায়ের করেন।

০২। বর্ণিত আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র আপিল মামলার উদ্ভব ঘটে। গত ০৬-০২-২০১৭ তারিখ উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ করা হয়। আপিলকারী শুনানিতে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিক নয় উল্লেখপূর্বক প্রধান বন সংরক্ষক প্রদত্ত দণ্ডাদেশ বাতিলের প্রার্থনা করেন। বন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক বিভাগীয় মামলায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে শাস্তির আদেশ দেয়া হয়েছে বিধায় তা বহাল থাকবে মর্মে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

০৩। এক্ষণে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে-

(ক) জনাব মোঃ সামসুল কালাম ভূঁইয়া, ফরেস্ট রেঞ্জার এর বিরুদ্ধে বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (আপীল ও শৃঙ্খলা) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি না;

(খ) অভিযোগের উপর প্রদত্ত তথ্যাদি পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত কি না;

(গ) মান ও গুণ বিচারে প্রদত্ত দণ্ডাদেশ উপযুক্ত কিনা অথবা অপরাধের তুলনায় বেশি (Excessive) কি না।

০৪। পর্যালোচনা ঃ বিভাগীয় মামলার মূল নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে তাকে কারণ দর্শানো হয়েছে। উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৬(২) মোতাবেক বন অধিদপ্তরের পত্র নং ২২.০১.০০০০.০০৭.৩২.১২৮.১৪.১৮৭৫, তারিখ ২০-০৭-২০১৪ মূলে তাকে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ দিয়ে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠন করা হয়েছে। পরবর্তীতে অভিযুক্তের আত্মরক্ষামূলক জবাব যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় বন অধিদপ্তরের অফিস আদেশ নং-১৭৪/পি, তারিখ : ০৮-০৩-২০১৫ মূলে সহকারী বন সংরক্ষক জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমানকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করলে তিনি তার কার্যালয়ের পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬১১.০৫.০০১.১৫.১২৩, তারিখ : ০৩-০৯-২০১৫ মূলে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। আপিলকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের (Charges) প্রেক্ষিতে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং সুনির্দিষ্ট দুইটি অভিযোগের মধ্যে একটি অভিযোগ (অদক্ষতা) প্রমাণিত হয়নি এবং একটি অভিযোগ (অসদাচরণ) প্রমাণিত মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। সেহেতু বর্ণিত অভিযোগ সঠিক ছিল না বা তদন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও যথাযথভাবে হয়নি এরূপ বক্তব্য গ্রহণ করার সুযোগ নেই। আনুষ্ঠানিক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠনের পূর্বে ও পরে অভিযুক্তকে কারণ দর্শানোর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু তদন্তক্রমে অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়েছে। শাস্তি প্রদানের পূর্বে কর্তৃপক্ষের এ সকল ধারাবাহিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধানসমূহ প্রতিপালন করা হয়েছে এবং আপিলকারীর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ উপযুক্ত ও বিধিসম্মত প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত (Justified) হয়েছে। সুতরাং দণ্ডাদেশ প্রদান প্রক্রিয়ায় কোন পদ্ধতিগত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। অধিকন্তু দণ্ডাদেশে উল্লেখ করা হয়েছে 'তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেহেতু, তিনি গুরু দণ্ড পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু তার দীর্ঘ চাকরীকাল বিবেচনা করে বিষয়টি লঘু আকারে দেখা হয়'। স্পষ্টত দণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত কর্মকর্তার অপরাধের মাত্রা, দণ্ডের মাত্রা এবং তার দীর্ঘ চাকরীকাল বিবেচনায় নেয়ার মাধ্যমে দণ্ডাদেশটি যথার্থভাবে প্রদান করা হয়। ফলে আপিলকারীকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর যথাযথ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনুসরণে বর্ণিত দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং বর্ণিত বিবেচ্য বিষয়সমূহ, মামলার মূল নথি, আপিলকারীর আবেদন ও উভয় পক্ষের উপস্থাপিত বক্তব্যে দণ্ডাদেশটির মান ও গুণ যথাযথ বিবেচনায়

হস্তক্ষেপযোগ্য নয় এবং আপিল আবেদন অনুসারে দণ্ডাদেশটি রদ-রহিত বা সংশোধনের অবকাশ নেই। এ অবস্থায়, অত্র আপিল মামলাটি নিম্নোক্তভাবে নিষ্পত্তি করা হলো ঃ

**আদেশ**

বন অধিদপ্তরের অফিস আদেশ নং ৯৩৪/পি, তারিখ ০৮-১২-২০১৫ মূলে ফরেস্ট রেঞ্জার জনাব মোঃ সামসুল কালাম ভূইয়াকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৪ (২) (ই) মোতাবেক বেতনক্রম/টাইমস্কেলের ১(এক) ধাপ নিম্নস্তরে অবনমন সম্পর্কিত দণ্ডাদেশটি এতদ্বারা বহাল রাখা হলো।

**নং ২২.০০.০০০০.০৫২.২৭.০০৯.২০১৬-২৪৭**—জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন, ফরেস্ট রেঞ্জার, পাল্পউড বাগান বিভাগ, বান্দারবান এর আওতায় সদর রেঞ্জ ও তারাছা রেঞ্জের সরকারি বন বাগানের জোতভূমির খাড়া গাছ মার্কা না করে অসদাচারণ ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণকরতঃ জোত মালিকের সাথে যোগসাজসের মাধ্যমে জোত পারমিটের ছত্রছায়ায় সরকারি বাগানের গাছ পাচার করার এবং সরকারি বনভূমি বেহাত করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (এ), ৩ (বি) ও ৩ (ডি) অনুসারে অদক্ষতা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বন অধিদপ্তরের বিভাগীয় মামলা নং ০৪ অব ২০১৩, তারিখ : ৩১-০১-২০১৩ রুজু করা হয়। তদ্প্রেক্ষিতে ফরেস্ট রেঞ্জার জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন তলবিত কৈফিয়তের জবাব ২৬-০৪-২০১৩ তারিখ দাখিল করেন। উক্ত দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বন অধিদপ্তরের অফিস আদেশ নং-৩৫০/পি, তারিখ : ২৪-০৭-২০১৩ মূলে সহকারী বন সংরক্ষক জনাব মোঃ এস এম শোয়াইব খানকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি-বিধান মোতাবেক তদন্ত করতঃ তার পত্র নং ২২.০১.০০০০.৪৭১.০৫.০০০.১৫.১১০৯, তারিখ : ০৫-১০-২০১৫ মূলে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তে অভিযুক্ত ফরেস্ট রেঞ্জারের বিরুদ্ধে আনীত অদক্ষতা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির মধ্যে অসদাচারণ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি কিন্তু অদক্ষতার অভিযোগ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় বন অধিদপ্তরের অফিস আদেশ নং ৮০২/পি, তারিখ ০৮-১১-২০১৫ মূলে অভিযুক্ত ফরেস্ট রেঞ্জার জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিনকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(ই) মোতাবেক টাইম স্কেলের মূল বেতন দুই ধাপ নিম্নস্তরে অবনমন করা হলে তিনি আপিল দায়ের করেন।

০২। বর্ণিত আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত আপিল মামলাটি উদ্ভব ঘটে এবং গত ০৬-০২-২০১৭ তারিখ উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ করা হয়। আপিলকারী শুনানিতে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিক নয়, তিনি নির্দোষ, তদন্ত কার্যক্রম বস্তুনিষ্ঠ ও যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়নি ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক প্রধান বন সংরক্ষক প্রদত্ত দণ্ডাদেশ বাতিলের প্রার্থনা করেন। বন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক বিভাগীয় মামলায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে শাস্তির আদেশ দেয়া হয়েছে বিধায় তা বহাল থাকবে মর্মে উপস্থাপন করেন।

০৩। এক্ষণে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে-

(ক) জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন, ফরেস্ট রেঞ্জার এর বিরুদ্ধে বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (আপীল ও শৃঙ্খলা) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি না;

(খ) অভিযোগের উপর প্রদত্ত তথ্যাদি পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত কি না;

(গ) মান ও গুণ বিচারে প্রদত্ত দণ্ডাদেশ উপযুক্ত কিনা অথবা অপরাধের তুলনায় বেশি (Excessive) কি না।

০৪। পর্যালোচনা ঃ বিভাগীয় মামলার মূল নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে তাকে কারণ দর্শানো হয়েছে। উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৭ মোতাবেক বন অধিদপ্তরের পত্র নং ২২.০১.০০০০.০০৭.৩২.৯৩.১৩.৩৮৩, তারিখ ৩১-০১-২০১৩ মূলে তাকে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ দিয়ে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠন করা হয়েছে। পরবর্তীতে অভিযুক্তের আত্মরক্ষামূলক জবাব যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় বন অধিদপ্তরের অফিস আদেশ নং-৩৫০/পি, তারিখ : ২৪-০৭-২০১৩ মূলে সহকারী বন সংরক্ষক জনাব এস এম শোয়াইব খানকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করলে তিনি তার কার্যালয়ের পত্র নং-২২.০১.০০০০.৪৭১.০৫.০০০.১৫.১১০৯, তারিখ : ০৫-১০-২০১৫ মূলে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। আপিলকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের (Charges) প্রেক্ষিতে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং সুনির্দিষ্ট তিনটি অভিযোগের মধ্যে দুইটি অভিযোগ (অসদচারণ ও দুর্নীতি) প্রমাণিত হয়নি এবং একটি অভিযোগ (অদক্ষতা) প্রমাণিত মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয় বিধায় বর্ণিত অভিযোগ সঠিক ছিল না বা তদন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও যথাযথভাবে হয়নি এরূপ বক্তব্য গ্রহণ করার সুযোগ নেই। আনুষ্ঠানিক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠনের পূর্বে ও পরে অভিযুক্তকে কারণ দর্শানোর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু তদন্তক্রমে অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়েছে। শাস্তি প্রদানের পূর্বে কর্তৃপক্ষের এসকল ধারাবাহিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধানসমূহ প্রতিপালন করা হয়েছে এবং আপিলকারীর বিরুদ্ধে অদক্ষতার অভিযোগ উপযুক্ত ও বিধিসম্মত প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত (Justified) করা হয়েছে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং দণ্ডাদেশ প্রদান প্রক্রিয়ায় কোন পদ্ধতিগত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। ফলে আপিলকারীকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর যথাযথ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনুসরণে বর্ণিত দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বর্ণিত বিবেচ্য বিষয়সমূহ আপিলকারীর আবেদন ও উপস্থাপিত বক্তব্যে দণ্ডাদেশটির মান ও গুণ সঠিক বিবেচনায় হস্তক্ষেপযোগ্য নয় এবং আপিল আবেদন অনুসারে দণ্ডাদেশটি রদ-রহিত বা সংশোধনের অবকাশ নেই। এ অবস্থায়, অত্র আপিল মামলাটি নিম্নোক্তভাবে নিষ্পত্তি করা হলো ঃ

**আদেশ**

বন অধিদপ্তরের অফিস আদেশ নং ৮০২/পি, তারিখ ০৮-১১-২০১৫ মূলে ফরেস্ট রেঞ্জার জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিনকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(ই) মোতাবেক টাইমস্কেলের মূল বেতন দুই ধাপ নিম্নস্তরে অবনমন সম্পর্কিত দণ্ডাদেশটি এতদ্বারা বহাল রাখা হলো।

**ইসতিয়াক আহমদ**
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

---

**মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়**
**শাখা-জামস**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ০৪ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিঃ

**নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০০৭.৯৯-৩৭**—মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০ ধারার (৩) উপ-ধারা (১)(ঘ)(ঙ) ও

(ছ) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার পিরোজপুর জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো ঃ

| ক্র: নং | সংশ্লিষ্ট ধারা | সদস্য শ্রেণি | নাম ও ঠিকানা | পদবী |
|---|---|---|---|---|
| ১। | ১০(১)(ছ) | বিশিষ্ট মহিলা | জনাব লায়লা পারভীন, স্বামী-আলহাজ্ব এ.কে. এম.এ আউয়াল পাড়েরহাট রোড, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর। | চেয়ারম্যান |
| ২। | ১০(১)(ছ) | বিশিষ্ট মহিলা | জনাব সাহিদা বারেক স্বামী-আঃ বারেক শেখ সি. আই পাড়া, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর। | সদস্য |
| ৩। | ১০(১)(ছ) | বিশিষ্ট মহিলা | জনাব মাহমুদা হেনা, স্বামী-মরহুম আব্দুল হালিম সরদার শহীদ বিধান সড়ক, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর। | সদস্য |
| ৪। | ১০(১)(ঘ) | সমাজসেবী | জনাব নুরজাহান হোসেন, স্বামী-মোঃ মোশাররফ হোসেন খুমুরিয়া, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর। | সদস্য |
| ৫। | ১০(১)(ঘ) | শিক্ষিকা | জনাব নাজমা আরা খানম স্বামী-মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান স্টেডিয়াম রোড, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর। | সদস্য |

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১ নং ক্রমিকের জনাব লায়লা পারভীন উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ২৬-০৩-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রাযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**হাসিনা আক্তার খানম**
সহকারী সচিব।

---

**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়**
**পার-২ অধিশাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ২৩ মার্চ ২০১৭ খ্রিঃ

**নং ৪৫.১৪৩.০২৭.০০.০০.০০৩.২০১৬-১৭৮**—ডাঃ কে এম আবু জাফর (৩৩২১২), ডেপুটি সিভিল সার্জন, পাবনা গত ০৫-০৩-২০১৭ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সহকারি একান্ত সচিব জনাব মীর মোশারফ হোসেনকে মেজর জেনালের মতিউর রহমানের ভুয়া পরিচয়ে টেলিফোন করিয়ে সিভিল সার্জন পদে পদায়নের জন্য প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। এরূপ কর্মকাণ্ড সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর পরিপন্থী যা সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

২। বর্ণিত অবস্থায়, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি মোতাবেক ডাঃ কে এম আবু জাফর (৩৩২১২), ডেপুটি সিভিল সার্জন, পাবনাকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল।

৩। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে প্রচলিত বিধি মোতাবেক উক্ত কর্মচারী খোরপোষ ভাতা (subsistence allowance) প্রাপ্য হবেন।

৪। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

**মোঃ সিরাজুল ইসলাম**
সচিব।

---

**অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ**
**প্রবিধি অনুবিভাগ**
**প্রবিধি-৩ অধিশাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ০৬ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৯ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

**নং ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৪৪.০৬৬.১৬-৪০**—সরকার, জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫ এর আওতাভুক্ত সকল সামরিক/বেসামরিক মাসিক নীট পেনশন গ্রহণকারী ও আজীবন পারিবারিক পেনশন ভোগকারীগণের ন্যায় ১০০% পেনশন সমর্পণকারী কর্মচারীগণের জন্য "বাংলা নববর্ষ ভাতা" প্রবর্তনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

(১) ১০০% পেনশন সমর্পণকারী কর্মচারীগণ পেনশন সমর্পণ না করলে যে পরিমাণ নীট পেনশন প্রাপ্ত হতেন তার ২০% হারে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রাপ্য হবেন; এবং

(২) ১৪২৪ বঙ্গাব্দ থেকে তারা এ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ গোলাম মোস্তফা**
উপসচিব।

---

**সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়**
**সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ**
**নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর অধিশাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ১৯ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

**নং ৩৫.০০.০০০০.০৩০.২১.০১৬.০৯.১১৩**—সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর আওতাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন "কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প"টির ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান OSJI Joint Venture কর্তৃক ব্যবহৃত নিম্নবর্ণিত ২৬টি Vehicle প্রকল্পের Construction period সমাপ্তি পর্যন্ত তথা ০৩-০১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত মেঘনা ও গোমতী সেতুতে চলাচলে টোল মওকুফ করার প্রস্তাব অর্থ বিভাগের ০৯-০৪-২০১৭ তারিখের ০৭.০০.০০০০. ১৪৪.৩২.১১৩.২০১৩-১৮ সংখ্যক স্মারকের সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে অনুমোদন করা হল

| SL No. | Car Registration No. | Vehicle Type | Remarks |
|---|---|---|---|
| 01 | Dhaka Metro-GHA-17-1524 | Prado | Owned by OSJI |
| 02 | Dhaka Metro-GHA-17-1525 | Prado | Owned by OSJI |
| 03 | Dhaka Metro-CHA-52-0542 | Hi-Ace | Owned by OSJI |
| 04 | Dhaka Metro-CHA-52-0543 | Hi-Ace | Owned by OSJI |
| 05 | Dhaka Metro-CHA-56-1106 | Hi-Ace | Owned by OSJI |
| 06 | Dhaka Metro-CHA-52-0432 | Hi-Ace | Owned by OSJI |
| 07 | Dhaka Metro-CHA-52-0515 | Hi-Ace | Owned by OSJI |

| SL No. | Car Registration No. | Vehicle Type | Remarks |
|---|---|---|---|
| 08 | Dhaka Metro-CHA-52-0516 | Hi-Ace | Owned by OSJI |
| 09 | Dhaka Metro-CHA-52-0430 | X Noah | Owned by OSJI |
| 10 | Dhaka Metro-CHA-52-0431 | X Noah | Owned by OSJI |
| 11 | Dhaka Metro-CHA-52-0435 | X Noah | Owned by OSJI |
| 12 | Dhaka Metro-CHA-52-0339 | X Noah | Owned by OSJI |
| 13 | Dhaka Metro-CHA-56-0991 | X Noah | Owned by OSJI |
| 14 | Dhaka Metro-THA-13-3962 | Pick up | Owned by OSJI |
| 15 | Dhaka Metro-THA-13-4300 | Pick up | Owned by OSJI |
| 16 | Dhaka Metro-THA-13-4299 | Pick up | Owned by OSJI |
| 17 | Dhaka Metro-THA-13-4298 | Pick up | Owned by OSJI |
| 18 | Dhaka Metro-THA-15-0433 | Tata Pick up | Owned by OSJI |
| 19 | Dhaka Metro-THA-15-0434 | Tata Pick up | Owned by OSJI |
| 20 | Dhaka Metro-THA-15-0435 | Tata Pick up | Owned by OSJI |
| 21 | Dhaka Metro-THA-15-0436 | Tata Pick up | Owned by OSJI |
| 22 | Dhaka Metro-THA-15-0437 | Tata Pick up | Owned by OSJI |
| 23 | Dhaka Metro-THA-15-0438 | Tata Pick up | Owned by OSJI |
| 24 | Dhaka Metro-THA-15-0439 | Tata Pick up | Owned by OSJI |
| 25 | Dhaka Metro-THA-15-0440 | Tata Pick up | Owned by OSJI |
| 26 | Dhaka Metro-THA-15-0445 | Tata Pick up | Owned by OSJI |

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার**
যুগ্মসচিব।

---

**স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়**
**স্থানীয় সরকার বিভাগ**
**পার-২ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ১৩ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

**নং ৪৬.০৮৫.০১৮.০১.০০.০০৬.২০১১(অংশ-২)-২৪৫**—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(ঞ) ও ৬(৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন-কে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হল। তিনি পূর্বের সদস্য ডা: এম ইকবাল আর্সলান এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম**
উপসচিব।

**উন্নয়ন-১ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ৩০ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৩ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

**নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০৪৫.২০১৫-৩২৯**—জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহীর দপ্তরে বদলীর আদেশাধীন পাবনা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে আরইআরএমপি প্রকল্পের মহিলা কর্মীদের সঞ্চয়ের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক পাবনা থানায় মামলা নং-২৩, তারিখ: ০৯-০২-২০১৪ খ্রিঃ দায়ের হয়। তিনি ১৬-০৩-২০১৭ তারিখে বিজ্ঞ আদালতে হাজির হয়ে জামিনের আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত তাঁর জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। তিনি বর্তমানে জেল হাজতে আছেন।

২। বর্ণিতাবস্থায় বিএসআর পার্ট-১ এর ৭৩ বিধি এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২১-১১-১৯৭৮ তারিখের ED (Reg. VII) S-১২৩/৭৮-১১৫(৫০০) এবং ১৫-০৫-১৯৮১ তারিখের ED (Reg. VI) S-১১৯/৮০-৩৭(৫০০) নম্বর স্মারক মোতাবেক তাঁকে চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

৩। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে প্রচলিত বিধি মোতাবেক তিনি খোরাকী ভাতা (Subsistence allowance) প্রাপ্য হবেন।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ ১৬-০৩-২০১৭ খ্রি. তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**আবদুল মালেক**
সচিব।

---

**শৃঙ্খলা-৫ শাখা**
**জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়**

**প্রজ্ঞাপনসমূহ**

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৭ মার্চ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

**নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৮.১৫(বি.মা)-১৫০**—যেহেতু, জনাব মোঃ সাদেকুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-১৫৮৫০), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাগমারা, রাজশাহী বর্তমানে সচিব, রাজশাহী ওয়াসা, রাজশাহী বাগমারা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ভি,পি পুকুর নিলামের ক্ষেত্রে অনিয়ম, ভি.পি পুকুর নিলাম ডাক সংক্রান্ত স্থানীয় ব্যাংকের চলতি হিসাব হতে বিধি বহির্ভূতভাবে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা উত্তোলন এবং ব্যাংক হিসাবে অনিয়ম গোপন করার উদ্দেশ্যে ভি.পি পুকুর লিজ সংক্রান্ত সোনালী ব্যাংকের হিসাব বন্ধ করে জনতা ব্যাংকে ০২৫০/৩ নং নতুন হিসাব চালু করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" ও দুর্নীতিপরায়ণ (Corrupt)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ৩১-০৩-২০১৬ তারিখে ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৮.১৫(বি.মা)-১৯১ নং নম্বর স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে গত ১২-০৫-২০১৬ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন এবং তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৯-৬-২০১৬ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানী অন্তে ন্যায়বিচারের স্বার্থে ও প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের লক্ষ্যে জনাব মোহাম্মদ মাসুদ আলম সিদ্দিক (পরিচিতি নম্বর-৬৮৯৫), উপসচিব (সওব্য-১২), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ১৮-১২-২০১৬ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ সাদেকুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং দুর্নীতিপরায়ণ (Corrupt)" এর অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত, বিভাগীয় মামলার নথি এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে জনাব মোঃ সাদেকুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতিপরায়ণ (Corrupt)" এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ সাদেকুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-১৫৮৫০), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাগমারা, রাজশাহী বর্তমানে সচিব, রাজশাহী ওয়াসা, রাজশাহী-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতিপরায়ণ (Corrupt)"-এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ১৯ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০২ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

**নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০২.২০০৯-১৫৯**—যেহেতু, জনাব শুভাশীষ সাহা (৪৮৬২), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী বর্তমানে উপসচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বালিয়াকান্দি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালে (০৫-০২-২০০২ হতে ০২-০৩-২০০৫ পর্যন্ত) তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতির" অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০২-০৩-২০০৯ তারিখের সম/ডি৫ (বিঃমাঃ)-২/২০০৯-১১৮ নম্বর স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার পর্যায়সমূহ যথাযথভাবে সম্পাদন করে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্ত শেষে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব শুভাশীষ সাহা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(এ) বিধিতে বর্ণিত গুরুদণ্ড "নিম্নপদে নামিয়ে দেয়ার (Reduction to a lower post)" প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-কে অভিমত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন "নিম্নপদে নামিয়ে দেয়া (Reduction to a lower post)" এর পরিবর্তে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(এ) বিধি অনুযায়ী "২ বছরের জন্য নিম্ন টাইম স্কেলে নামিয়ে দেয়ার (Reduction to a lower time scale) গুরুদণ্ড প্রদানের পরামর্শ প্রদান করে। মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় সম্মতিক্রমে এ মন্ত্রণালয়ের ২২-০৬-২০১১ তারিখের ০৫.১৮৪. ০২৭.০০.০০২.২০০৯-২০২ নং প্রজ্ঞাপনমূলে তার বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯ মোতাবেক টাকা ২২২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০/-) হতে "২ বছরের জন্য নিম্ন টাইম স্কেলে (জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯ মোতাবেক টাকা ১৮৫০০-৮০০×১৪-২৯৭০০/-) নামিয়ে দেয়া (Reduction to a lower time scale)" গুরুদণ্ড প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব শুভাশীষ সাহা উক্ত গুরুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সমীপে আপীল আবেদন দাখিল করলে আবেদন নামঞ্জুর হয়। পরবর্তীতে তিনি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১, ঢাকায় এটি-৪৯/২০১২ নং মামলা দায়ের করলে তার আবেদন নামঞ্জুর হয় এবং তার উপর আরোপিত গুরুদণ্ডাদেশ বহাল থাকে;

যেহেতু, বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব শুভাশীষ সাহা প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে এ.এ.টি ১৪৯/২০১৪ নং মামলা দায়ের করলে গত ০২-০৩-২০১৬ তারিখে বিজ্ঞ আদালত প্রার্থীর আপীল আবেদনটি মঞ্জুর করে আদেশ প্রদান করেন যে, "In the result, the appeal is allowed on contest and the impugned judgement and order dated 30-03-2014 passed by the learned Member, Administrative Tribunal-1, Dhaka in A.T Case No 49 of 2012 is set aside and the said case is allowed and thereupon the impugned order of penalty imposed upon the petitioner is declared illegal and of no effect. As the appeal is allowed on the ground of technical defect for which he is not entitled to get financial benefit for the period of imposition penalty to implementation of judgement by the authority."

সেহেতু, বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের উক্ত চূড়ান্ত আদেশের ভিত্তিতে জনাব শুভাশীষ সাহা (৪৮৬২), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী বর্তমানে উপসচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় ২২-০৬-২০১১ তারিখের ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০২.২০০৯-২০২ নং প্রজ্ঞাপনমূলে প্রদত্ত গুরুদণ্ডাদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। তবে তিনি দণ্ড আরোপের সময় থেকে রায় কার্যকর হওয়ার সময় পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের কোন আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

**নং ০৫.১৮৪.০২৭.০০.০২.০০৪.২০১২-১৬০**—যেহেতু, জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-৬৬৫৬), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), সাভার, ঢাকা বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে কর্মরত থাকাকালে দ্বিগুণ মৌজার জমি খারিজ করার জন্য ২৫,০০,০০০/- লক্ষ টাকা ঘুষ গ্রহণ, উত্তরায় ফ্ল্যাট ও বিলাসবহুল গাড়ি ক্রয় এবং বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের জন্য অবমুক্ত হলেও নব নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর না করার অপরাধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "দুর্নীতিপরায়ণ (Corrupt)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে গত ২৮-০২-২০১৩ তারিখে ০৫.১৮৪.০২৭.০০.০২.০০৪. ২০১২-৯২ নং নম্বর স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বক্তব্য দাখিল না করায় জনাব সোলতান আহমদ (পরিচিতি নম্বর-৪৫০৭), যুগ্মসচিব (তদন্ত-২), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে ০৯-০৫-২০১৩

তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। ন্যায়বিচারের স্বার্থে ও প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের লক্ষ্যে পরবর্তীতে জনাব আ. ন. ম. কুদরুত-ই-খুদা (পরিচিতি নম্বর-৪৯৩০), অতিরিক্ত সচিব, আইন অনুবিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে গত ০৪-০৮-২০১৫ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ০৮-১২-২০১৬ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতিপরায়ণ (Corrupt)" এর অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত, বিভাগীয় মামলার নথি এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতিপরায়ণ (Corrupt)" এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-৬৬৫৬), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), সাভার, ঢাকা বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতিপরায়ণ (Corrupt)" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান**
সিনিয়র সচিব।

---

**আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়**
**আইন ও বিচার বিভাগ**
**বিচার শাখা-৩**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ০৩ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি:

**নং-২৮০-বিচার-৩/১ডি-৯/৯৫**—রংপুরের সাবেক সাব জজ (যুগ্ম জেলা জজ) বর্তমানে চাকুরী হতে বরখাস্তকৃত (Dismissal from service) জনাব দবির উদ্দিন শেখ-কে ঢাকাস্থ প্রশাসনিক টাইব্যুনাল নং-২ এর এ, টি ০৩/২০০৩ নং মামলার রায়ের আলোকে ১৭-০৭-২০০০ খ্রিঃ তারিখ থেকে চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement) প্রদান করা হলো।

২। এতদ্বারা অত্র বিভাগের ১৭-০৭-২০০০ খ্রিঃ তারিখের ৪১০-বিচার-৩/১ডি-৯/৯৫ নং স্মারকে জারীকৃত সাবেক সাব জজ (যুগ্ম জেলা জজ) জনাব দবির উদ্দিন শেখ এর চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) সংক্রান্ত আদেশটি বাতিল করা হলো।

৩। এতদ্বারা অত্র বিভাগের ১১-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখের ৫৭৪-বিচার-৩/১ডি-৯/৯৫ নং স্মারক পত্রটি বাতিল করা হলো।

৪। তিনি বিধি মোতাবেক আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্ত হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক**
সচিব।

**বিচার শাখা-৭**

**আদেশাবলী**

তারিখ: ০৩ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি:

**নং বিচার-৭/২এন-১৩/২০০৩-৩১১**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব ওয়াইজ আব্দুল্লাহ, পিতা-শেখ আবুল হোসেন, মাতা-মুখলেছা, গ্রাম-ভাবকী, ডাকঘর-ভাবকী বাজার, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা-জামালপুর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার ৭নং চরবানিপাকুরিয়া ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ: ০৪ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি:

**নং বিচার-৭/২এন-২৪/৭৯(অংশ)-৩১৪**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম, পিতা-ফয়েজুল ইসলাম, মাতা-সুরাইয়া, গ্রাম-নয়নপুর (কোনাঘাটা), ডাকঘর-সালদানদী, উপজেলা-কসবা, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা উপজেলার ১০ নং বায়েক ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

তারিখ: ০৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি:

**নং বিচার-৭/২এন-০২/৮৯(অংশ-১)-৩২৩**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম, পিতা-মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,মাতা-বুলবুলি বেগম, গ্রাম-কুমেদপুর, ডাকঘর-মনোহরপুর, উপজেলা-পলাশবাড়ী, জেলা-গাইবান্ধা। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার ০৮ নং মনোহরপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**জি, এম, নাজমুছ শাহাদাৎ**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

---

**প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ২৯ চৈত্র ১৪২৩/১২ এপ্রিল ২০১৭

**নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.০৫১.১৪-১৩০**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-৭৯৯২ মেজর মোঃ ফায়জুল হাসান সাজ্জাদ, আর্টিলারি-কে বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুল্‌স) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুল্‌স) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) এবং ২৬১ অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক**
যুগ্মসচিব।

---

**শিক্ষা মন্ত্রণালয়**
**মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ**
**উন্নয়ন-১ অধিশাখা**

**অফিস আদেশ**

তারিখ: ০৪ বৈশাখ ১৪২৪/১৭ এপ্রিল ২০১৭

**নং ৩৭.০০.০০০০.০৮১.২৪.০৮৩.১৫-১৩২**—মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন College Education Development Project (CEDP) এর জন্য নিম্নরূপ ২(দুই)টি কমিটি নির্দেশক্রমে গঠন করা হলো:

**(ক) ম্যানুয়াল, প্রকাশনা সামগ্রী মুদ্রণ ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার ইভাল্যুয়েশন কমিটি:**

| ক্রমিক | কর্মকর্তাদের পদবী ও কর্মস্থল | কমিটিতে পদমর্যাদা |
|---|---|---|
| ১. | প্রকল্প পরিচালক, College Education Development Project | সভাপতি |
| ২. | উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (উ:-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। | সদস্য |
| ৩. | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপ পরিচালক পদমর্যাদার নিচে নয়)। | সদস্য |
| ৪. | বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউ.জি.সি) এর একজন প্রতিনিধি (উপ পরিচালক পদমর্যাদার নিচে নয়)। | সদস্য |
| ৫. | বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (ন্যূনতম সহকারী পরিচালক)। | সদস্য |
| ৬. | বাংলা একাডেমির একজন প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৭. | উপ-প্রকল্প পরিচালক, College Education Development Project | সদস্য-সচিব |

**কর্মপরিধি:**

* ক্রয় সংক্রান্ত দরপত্র দলিলসমূহ চূড়ান্তকরণ।
* World Bank এর Guide line এবং Public Procurement Act (PPA)-2006 ও Public Procurement Rules (PPR)-2008 অনুসরণে দাখিলকৃত দরপত্রসমূহের সাধারণ, কারিগরি এবং আর্থিক দিক মূল্যায়নপূর্বক মুদ্রণ ও ক্রয় সংক্রান্ত চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়ন।
* প্রকল্পের আওতায় মুদ্রণকৃত ম্যানুয়াল প্রকাশনা সামগ্রী এবং ক্রয়কৃত প্রশিক্ষণ সামগ্রীর মান যাচাইপূর্বক গ্রহণের সুপারিশ প্রদান।
* কমিটি প্রয়োজনবোধে Public Procurement Act (PPA)-2006 ও Public Procurement Rules (PPR)-2008 অনুসারে কমিটিতে অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

**(খ) ফার্ণিচার, ফিক্‌চারস ও ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন সংক্রান্ত টেন্ডার ইভাল্যুয়েশন কমিটি:**

| ক্রমিক নং | কর্মকর্তাদের পদবী ও কর্মস্থল | কমিটিতে পদমর্যাদা |
|---|---|---|
| ১. | প্রকল্প পরিচালক, College Education Development Project | সভাপতি |
| ২. | যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। | সদস্য |
| ৩. | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপ পরিচালক পদমর্যাদার নিচে নয়)। | সদস্য |
| ৪. | বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউ.জি.সি) এর একজন প্রতিনিধি (উপ পরিচালক পদমর্যাদার নিচে নয়)। | সদস্য |

| ক্রমিক নং | কর্মকর্তাদের পদবী ও কর্মস্থল | কমিটিতে পদমর্যাদা |
|---|---|---|
| ৫. | গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (সহকারী প্রকৌশলীর নিচে নয়)। | সদস্য |
| ৬. | পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি (ন্যূনতম সহকারী পরিচালক) | সদস্য |
| ৭. | উপ-প্রকল্প পরিচালক, College Education Development Project | সদস্য-সচিব |

**কর্মপরিধিঃ**

* প্রকল্পের আওতায় ক্রয়যোগ্য বিভিন্ন ফার্নিচার, ফিক্চারসের তালিকা ও নমুনা অনুমোদন ও ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন অনুমোদন।
* ক্রয় সংক্রান্ত দরপত্র দলিলসমূহ চূড়ান্তকরণ
* World Bank এর Guide line এবং Public Procurement Act (PPA)-2006 ও Public Procurement Rules (PPR)-2008 এর অনুসরণে দাখিলকৃত দরপত্রসমূহের সাধারণ, কারিগরি এবং আর্থিক মূল্যায়নপূর্বক ক্রয় সংক্রান্ত চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়ন।
* প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আসবাবপত্রের মান যাচাইপূর্বক গ্রহণের সুপারিশ প্রদান।
* কমিটি প্রয়োজনবোধে Public Procurement Act (PPA)-2006 ও Public Procurement Rules (PPR)-2008 অনুসারে কমিটিতে অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

**মোঃ আব্দুল মান্নান**
উপসচিব।

---

**রেলপথ মন্ত্রণালয়**
**উন্নয়ন অধিশাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ৩০ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৩ এপ্রিল ২০১৭ খিস্টাব্দ

**নং ৫৪.০০.০০০০.০০৬.০১৪.০৫.২০১৭-৫১**—'পদ্মা সেতু রেল সংযোগ' শীর্ষক প্রকল্পের Resettlement Plan অনুযায়ী ১ম পর্যায়ের জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কমিটি নির্দেশক্রমে গঠন করা হলো:

**ক) যৌথ তদন্ত কমিটি (Joint Verification Committee-JVC):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে | - | আহবায়ক |
| ২। | কন্সট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৩। | সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মনোনীত প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৪। | এলাকা ব্যবস্থাপক-বাস্তবায়কারী NGO এর মনোনীত প্রতিনিধি | - | সদস্য সচিব |

**কর্মপরিধিঃ**

১। পুনর্বাসন কর্মসূচী প্রণয়নকালে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক নিয়োজিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সহায়তায় আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ এবং অধিগ্রহণ আইনের আওতায় যৌথ জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা ও ক্ষতির পরিমাণ যাচাইপূর্বক হালনাগাদ বাজেট প্রণয়ন সহকারে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রে স্বাক্ষরকরণ এবং প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট পেশকরণ;

২। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রস্তাবিক প্রকল্প সীমানায় অবস্থিত রেলওয়ের নিজস্ব বা সরকারি (খাস) জমিতে বসবাসকারী উথলীদের সনাক্তকরণ, তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, যৌথ জরিপ ফরমে স্বাক্ষরকরণ, বাজেট প্রণয়নসহ সকল কাগজ পত্রাদি প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নিকট পেশকরণ;

৩। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প সীমানায় অবস্থিত রেলওয়ের জমি ইজারা গ্রহণকারীদের সনাক্তকরণ, তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, যৌথ জরিপ ফরমে স্বাক্ষরকরণ, ক্ষতিপুরণ নির্ধারণ এবং বাজেট প্রণয়ন। এ সকল কাগজ পত্রাদি প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নিকট পেশকরণ;

৪। পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের উপরোক্ত কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত সকল কাজ সম্পাদন করা এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস ও প্রতিবেদন যথা নিয়মে প্রকল্প পরিচালক এর নিকট দাখিলকরণ।

**খ) সম্পদ মূল্য সুপারিশ কমিটি (Property Valuation Advisory Committee-PVAC):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | প্রধান পুনর্বাসন কর্মকর্তা | - | আহবায়ক |
| ২। | সিটি কর্পোরেশন মেয়র/উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এর প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৩। | ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলা | - | সদস্য |
| ৪। | উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/পিডব্লিউডি-সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, পিডব্লিউডি কর্তৃক মনোনীত | - | সদস্য |
| ৫। | কন্সট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৬। | উপ-পরিচালক (রিসেটেলমেন্ট) | - | সদস্য-সচিব |

**কর্মপরিধিঃ**

১। সম্পদের মূল্য বর্তমান বাজার দরে (Replacement Cost) নির্ধারণ করবে;

২। সম্পদের বাজার মূল্য (Replacement Cost) অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালকের নিকট উপস্থাপন করবে; এবং

৩। পিভিএসি মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধান করে সম্পদের বাজার মূল্য (Replacement Cost) নির্ধারণ করে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে।

গ) **অভিযোগ নিরসন কমিটি (Grievances Redress Committee-GRC):**

**ইউনিয়ন পরিষদ/মিউনিসিপ্যাল/সিটি করপোরেশন পর্যায়ে জিআরসি সদস্যঃ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | সহকারী পরিচালক-বাংলাদেশ রেলওয়ে | - | আহবায়ক |
| ২। | কন্সট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৩। | স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এর মনোনীত প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৪। | স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এর মনোনীত মহিলা প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৫। | ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৬। | পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী NGO এর মনোনীত প্রতিনিধি | - | সদস্য সচিব |

**কর্মপরিধিঃ**

১। পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়ে স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন কমিটিতে (GRC) প্রাপ্ত সামাজিক ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ পুনর্মূল্যায়ন ও বিবেচনা করে সমাধান করবে;

২। অভিযোগ নিরসন কমিটিতে উপস্থাপিত যে কোন অভিযোগ সাধারণভাবে প্রথম শুনানীর দিনে নিরসন করতে হবে। জটিল প্রকৃতির অভিযোগসমূহ যেখানে অতিরিক্ত অনুসন্ধান প্রয়োজন তা ৩ (তিন) সপ্তাহের মধ্যে সমাধান করতে হবে;

৩। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত নয় এমন ব্যক্তি এবং প্রকল্প কাজের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অভিযোগ ও GRC নিরসন করবেন;

৪। GRC ভূমির এওয়ার্ডিদের ও তাদের শরীকদের অংশীদারিত্বের ক্ষতিপূরণ বা প্রাপ্যতার বিষয় বিবেচনা করবে কিন্তু এওয়ার্ডিদের বিধিগত অধিকারের বিষয় পুর্নবিবেচনা করবে না;

৫। সাধারণভাবে জিআরসি এর সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হবে, বিশেষ ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। জিআরসি কর্তৃক যে কোন সিদ্ধান্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং প্রাপ্যতা (Entitlement) এর আওতায় গ্রহণ করতে হবে;

৬। আদালতের বিবেচনাধীন কোন বিষয়ে GRC কোন কার্যক্রম গ্রহণ করবে না; এবং

৭। ন্যূনতম ৩ (তিন) জন সদস্যদের উপস্থিতিতে সভার কোরাম (Quorum) সম্পন্ন হবে।

ঘ) **প্রজেক্ট পর্যায়ে জিআরসি সদস্যঃ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | প্রকল্প পরিচালকের মনোনীত প্রতিনিধি, পুনর্বাসন ইউনিট | - | আহবায়ক |
| ২। | কন্সট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৩। | সিটি কর্পোরেশন মেয়র/উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এর মনোনীত প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৪। | সিভিল সোসাইটির মনোনীত প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৫। | ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৬। | টিম লীডার, বাস্তবায়নকারী NGO | - | সদস্য সচিব |

**কর্মপরিধিঃ**

১। স্থানীয় পর্যায়ের অভিযোগ নিরসন কমিটি হতে প্রাপ্ত পুর্নবাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত অমিমাংসীত অভিযোগসমূহ রিভিউ, বিবেচনা এবং মিমাংসা করবে;

২। প্রকল্প পর্যায়ের GRC এর নিকট উপস্থাপিত যে কোন অভিযোগপ্রাপ্তির তারিখ হতে সাধারণভাবে ২(দুই) মাসের মধ্যে সমাধান করতে হবে;

৩। জটিল কেসের ক্ষেত্রে, GRC এর সদস্যগণ অতিরিক্ত তথ্যের জন্য অনুরোধ করতে পারবেন বা মাঠ পর্যায়ে তদন্ত পরিচালনা করবেন;

৪। সাধারণভাবে GRC এর সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতেরভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে;

৫। GRC কর্তৃক যে কোন সিদ্ধান্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং প্রাপ্যতা (Entitlement) এর আওতায় গ্রহণ করতে হবে;

৬। আদালতের বিবেচনাধীন কোন বিষয়ে GRC কোন কার্যক্রম গ্রহণ করবে না; এবং

৭। ন্যূনতম পাঁচজন (৫) সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম (Quorum) সম্পন্ন হবে।

**ঙ) <u>পুনর্বাসন উপদেষ্টা কমিটি (Resettlement Advisory Committee-RAC):</u>**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | বাংলাদেশ রেলওয়ের পুনর্বাসন ইউনিটের প্রতিনিধি। (পুনর্বাসন কর্মকর্তা/সহকারী পরিচালক-ফিল্ড) | - | আহবায়ক |
| ২। | ইউনিয়ন পরিষদ/মিউসিনিপ্যাল এর পদায়িত মনোনীত প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৩। | স্থানীয় মসজিদ ইমাম পদায়িত মনোনীত প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৪। | স্থানীয় কমিউনিটির পদায়িত স্কুল/কলেজ এর শিক্ষক | - | সদস্য |
| ৫। | স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের মনোনীত মহিলা প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৬। | কন্সট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৭। | এলাকা ব্যবস্থাপক-পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী NGO এর মনোনীত প্রতিনিধি | - | সদস্য সচিব |

**<u>কর্মপরিধিঃ</u>**

১। ভূমি অধিগ্রহণ, রি-লোকেশন ও পুনর্বাসন বাস্তবায়নের জন্য জটিল সমস্যাদি নির্ণয়;

২। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ গ্রুপ চিহ্নিত করে তাদের স্বার্থ ও দ্বন্দ্ব নিরসন;

৩। সমস্যা সৃষ্টিকারী দলের সাথে আলোচনা ও তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য পুনর্বাসন ইউনিটকে উপদেশ প্রদান;

৪। আরএসি'র কার্যাবলীর ডকুমেন্ট সম্পাদন এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস চেয়ারম্যান অফিস ও বাস্তবায়নকারী NGO দপ্তরে সংরক্ষণ করা; এবং

৫। প্রকল্প পরিচালক এর অবগতির জন্য আরএএসি এর কার্যাবলীর রিপোর্ট প্রস্তুত করা।

**দুলাল চন্দ্র সুত্রধর**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

---

**স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ**
**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়**
**চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা**

**প্রজ্ঞাপনসমূহ**

তারিখ: ১০ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

**নং ৪৫.০০.০০০০.১৬৮.১১.২০১৬-২৫২**—চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬ এর ১২ ধারার ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ ইসমাইল খান অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও ডীন ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছেন।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

**নং ৪৫.০০.০০০০.১৬৮.১১.২০১৬-২৫৩**—রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬ এর ১২ ধারার ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মাসুম হাবিব অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ রাজশাহীকে রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছেন।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**খান মোঃ নূরুল আমীন**
উপসচিব।

**মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ**
**সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (শাখা-১)**
**শিক্ষা মন্ত্রণালয়**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ৩০ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৩ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

**নং ৩৭.০০.০০০০.১১৮.২০.০০৫.১৭-১২১**—কওমি মাদ্রাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ও দারুল উলুম দেওবন্দের মূলনীতিসমূহকে ভিত্তি ধরে কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসের সনদকে মাস্টার্স (ইসলামিক স্ট্যাডিজ এবং আরবি) এর সমমান প্রদান করা হলো।

২.০ দাওরায়ে হাদিসের সনদকে মাস্টার্স (ইসলামিক স্ট্যাডিজ এবং আরবি) এর সমমান প্রদান করার লক্ষ্যে কওমি মাদ্রাসা বোর্ডসমূহ কর্তৃক গঠিত সনদের মান বাস্তবায়ন কমিটির উপর আস্থাজ্ঞাপনপূর্বক নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো :

২.১ চেয়ারম্যান : আল্লামা আহমদ শফী, সভাপতি
বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (পদাধিকারবলে)।

২.২ কো-চেয়ারম্যান : সিনিয়র সহ-সভাপতি
বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (পদাধিকারবলে)।

২.৩ বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বেফাক) এর ৫ জন সদস্য
(পদাধিকারবলে মহাসচিবসহ অথবা বোর্ড কর্তৃক মনোনীত)।

২.৪ বেফাকুল মাদারিসিল কওমিয়া গওহরডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ এর ২ জন সদস্য
(পদাধিকারবলে সভাপতি ও মহাসচিব অথবা বোর্ড কর্তৃক মনোনীত)।

২.৫ আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসিল কওমিয়া, চট্টগ্রাম এর ২ জন সদস্য
(পদাধিকারবলে সভাপতি ও মহাসচিব অথবা বোর্ড কর্তৃক মনোনীত)।

২.৬ আযাদ দ্বীনি এদারা বোর্ড, সিলেট এর ২ জন সদস্য
(পদাধিকারবলে সভাপতি ও মহাসচিব অথবা বোর্ড কর্তৃক মনোনীত)।

২.৭ তানজিমুল মাদারিসিল কওমিয়া, উত্তরবঙ্গ এর ২ জন সদস্য
(পদাধিকারবলে সভাপতি ও মহাসচিব অথবা বোর্ড কর্তৃক মনোনীত)।

২.৮ জাতীয় দ্বীনি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড,বাংলাদেশ এর ২ জন সদস্য
(পদাধিকারবলে সভাপতি ও মহাসচিব অথবা বোর্ড কর্তৃক মনোনীত)।

২.৯ এ ছাড়া চেয়ারম্যান ইচ্ছা করলে যে কোন সংখ্যক সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবেন, তবে এ সংখ্যা ১৫ জনের বেশী হবে না।

৩.০ **কমিটির কর্মপরিধি :**

৩.১ এ কমিটি সনদ বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বলে বিবেচিত হবে;

৩.২ এ কমিটির দ্বারা নিবন্ধিত মাদ্রাসাগুলোর দাওরায়ে হাদিসের সনদ মাস্টার্স (ইসলামিক স্ট্যাডিজ এবং আরবি) এর সমমান বিবেচিত হবে;

৩.৩ এ কমিটির অধীনে ও তত্ত্বাবধানে দাওরায়ে হাদিসের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। দাওরায়ে হাদিসের সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষার সময় নির্ধারণ, অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ফলাফল ও সনদ তৈরীসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে। এ কমিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে উক্ত বিষয়সমূহ অবহিত করবে;

৩.৪ এ কমিটি দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকবে।

৪.০। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**আবদুস সাত্তার মিয়া**
সহকারী সচিব (স.বি.-১)।

**সরকারি কলেজ অধিশাখা-৩**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ২৬ বৈশাখ ১৪২৪/০৯ মে ২০১৭

**নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.১৫.০৬৩.২০১৩/৪৭২**—চরফ্যাসন সরকারি কলেজ, ভোলা-কে জাতীয়করণ করার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত কলেজের জাতীয়করণ পূর্বকালের নিম্নবর্ণিত ১৫ (পনের) জন শিক্ষককে "জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মচারী আত্মীকরণ বিধিমালা, ২০০০"-এর বিধি-০৩ এবং ০৫ এ বর্ণিত বিধান মোতাবেক জাতীয়করণের তারিখ ১১-১০-২০১৩ হতে তাঁদের নামের পার্শ্বে উল্লেখিত পদ ও বিষয়ে এডহকভিত্তিতে নিয়োগ করা হলো :

| ক্রমিক নং | নাম ও বর্তমান কর্মস্থল | পদবি | বিষয় |
|---|---|---|---|
| ১। | মোঃ সামসুদ্দীন<br>চরফ্যাসন সরকারি কলেজ, ভোলা | প্রভাষক | হিসাববিজ্ঞান |
| ২। | সেলিনা আক্তার<br>চরফ্যাসন সরকারি কলেজ, ভোলা | প্রভাষক | বাংলা |
| ৩। | মোঃ রিয়াজুল ইসলাম<br>চরফ্যাসন সরকারি কলেজ, ভোলা | প্রভাষক | হিসাববিজ্ঞান |
| ৪। | মোঃ শাহ্ আলম<br>চরফ্যাসন সরকারি কলেজ, ভোলা | প্রভাষক | হিসাববিজ্ঞান |
| ৫। | মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান<br>চরফ্যাসন সরকারি কলেজ, ভোলা | প্রভাষক | ব্যবস্থাপনা |
| ৬। | কনক মল্লিক<br>চরফ্যাসন সরকারি কলেজ, ভোলা | প্রভাষক | ব্যবস্থাপনা |
| ৭। | মোঃ মাহাবুব আলম<br>চরফ্যাসন সরকারি কলেজ, ভোলা | প্রভাষক | রাষ্ট্রবিজ্ঞান |
| ৮। | মোঃ মাকছুদুর রহমান<br>চরফ্যাসন সরকারি কলেজ, ভোলা | প্রভাষক | রাষ্ট্রবিজ্ঞান |
| ৯। | নাজমিন আক্তার<br>চরফ্যাসন সরকারি কলেজ, ভোলা | প্রভাষক | রাষ্ট্রবিজ্ঞান |
| ১০। | মোঃ জাবেদ হোসেন<br>চরফ্যাসন সরকারি কলেজ, ভোলা | প্রভাষক | সমাজকল্যাণ |
| ১১। | নজরুল ইসলাম<br>চরফ্যাসন সরকারি কলেজ, ভোলা | প্রভাষক | সমাজকল্যাণ |
| ১২। | জোনাকি রানী মজুমদার<br>চরফ্যাসন সরকারি কলেজ, ভোলা | প্রভাষক | সমাজকল্যাণ |
| ১৩। | মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম<br>চরফ্যাসন সরকারি কলেজ, ভোলা | প্রভাষক | ইতিহাস |
| ১৪। | মাহফুজুর রহমান<br>চরফ্যাসন সরকারি কলেজ, ভোলা | প্রভাষক | ইতিহাস |
| ১৫। | মোঃ আবু আলম<br>চরফ্যাসন সরকারি কলেজ, ভোলা | প্রভাষক | ইতিহাস |

০২। "জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক ও অ-শিক্ষক আত্মীকরণ বিধিমালা-২০০০" এর বিধি-৬ এ বর্ণিত বিধান মোতাবেক তাঁদের শারীরিক সুস্থতা ও প্রাক চরিত্র সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সন্তোষজনক রিপোর্ট এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন এর সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী যথাযথ প্রক্রিয়ায় চাকরি (এডহক নিয়োগ) নিয়মিত করা হবে।

০৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মুর্শিদা শারমিন**
উপসচিব।